"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদের জ্ঞানের কস্তুরী (সুগন্ধী) দেন তাই এ'রকম বাবার কাছে তোমাদের বলিপ্রদত্ত হতে হবে, মাতা-পিতাকে ফলো করে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - যারা সৌভাগ্যশালী বাচ্চা তাদের লক্ষণ কিরকম হবে?

*উত্তরঃ - সৌভাগ্যশালী অর্থাৎ খুব ভালো বাচ্চারা খুব ভালোভাবে পড়বে আর পড়াবে। তারা দৃঢ় নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হবে। কখনও বাবার হাত ছাড়বে না। কাজকর্ম ইত্যাদিতে থেকেও এই কোর্স করবে। অত্যন্ত খুশিতে থাকবে। কিন্তু যাদের ভাগ্যে নেই, তারা লটারি পাওয়ার পরেও তা হারিয়ে ফেলবে।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকেও অনুপম.....

ওম্ শান্তি । ভোলা বলা হয় তাকে যে কিছুই জানে না। এখন বাচ্চারা জানে যে অবশ্যই আমরা মানুষেরা কত ভোলা ছিলাম। মায়া কত ভোলা বানিয়ে দেয়। এও জানে না যে বাবা কে। বাবা বলে ডাকবে আর জানবে না, তারপর এও জানা নেই যে বাবার থেকে কি প্রপার্টি (সম্পদ) পাওয়া যায়। তাহলে ভোলাই বলা হবে, তাই না! ভোলা বলো, বুদ্ধু বলো, একই কথা। এইসময় সকলেই বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছে, তাদের আবার বুদ্ধিহীনতারও অহংকার রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে জানো আর ওঁনার থেকে শুনে থাকো। এছাড়া আত্মাদের দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। বাবা স্বয়ং বসে শেখান যে হে আত্মারা, দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে পারলৌকিক পিতার সন্তান নিশ্চয় করো। লৌকিক পিতাকে তো জানো, এ ছাড়া তোমরা এত ভোলা যে পারলৌকিক বাবাকে জানো না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বসেছে যে এইসমস্ত কথা পরমপিতা পরমাত্মা বোঝান। তোমরা ছোট বাচ্চা নও, তোমাদের অরগ্যান্স (কর্মেন্দ্রিয়গুলি) তো বড়। বাবা বুঝিয়ে থাকেন -- যদি নিজেকে দেহ মনে করবে তবে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। নিজেকে দেহী-অভিমানী মনে করো। বাবা যে বাচ্চা-বাচ্চা বলে থাকেন তা শরীরকে নয়, আত্মাকে বলেন। আর আত্মারূপী বাচ্চারা সকলেই শিবকে (পরমাত্মাকে) বাবা বলে, কোনো আত্মাকে বা ব্রহ্মকে বলে না। ইনিও হলেন ওঁনার সন্তান। এখন তোমরা জানো যে আমাদের অসীম জগতের পিতা এঁনার মধ্যে এসেছেন। তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ৮৪-র চক্রকেও স্মরণ করতে হবে। এ হলো অসীমের ৫ হাজার বছরের নাটক। তোমরা হলে অ্যাক্টর। এখন তোমরা ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছো। তাই সমগ্র চক্র বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকা উচিত । তোমাদের নামের কত মহিমা -- স্বদর্শনচক্রধারী, তারপর ভবিষ্যতে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। ৮৪ জন্মের কাহিনী চক্রে প্রমাণিত হয়। তোমরা এখন বাবার হয়ে গেছো, এ'কথা স্মৃতিতে রাখতে হবে। যত অন্ধের লাঠি হবে ততই বাবা বুঝবেন যে এ হলো দয়াময়। বলা হয় -- দয়া করো, কৃপা করো। তোমরা জানো যে বাবা কিরকম কৃপা করেন। বাবাকে প্রাপ্ত করেছো তাহলে কত খুশীতে থাকা উচিত । এখন তোমাদের (নিজেদের) পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যেমন বলা হয় সেন্টার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাক তেমনই তোমাদেরকেও নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। উচ্চ থেকেও উচ্চ পুরুষার্থ করতে হবে, পিতা-মাতাকে অনুসরণ করতে হবে (ফলো ফাদার-মাদার)। লৌকিকে বাচ্চারা বাবাকে ফলো করে পতিত হয়ে যায়। এ তো পারলৌকিক বাবার উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে -- ওঁনার শ্রীমতে চলতে হবে। দেখো, বাবা-মাম্মার কাজ কি? পতিতদের পবিত্র করা। অন্যান্য ধর্মপিতারা যখন আসে তখন সেই ধর্মের আত্মারা উপর থেকে আসে। সেখানে কনভার্ট করার কোনো কথা নেই। এখানে কনভার্ট করতে হবে, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বানাতে হবে। এরজন্য তোমাদের পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা কত লিটারেচার (বই, প্রচারপত্র) দাও। ওরা দেখে ছিঁড়ে ফেলে। বাচ্চারা, তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। যেমন বাবা তেমনই হচ্ছো তোমরা বাচ্চারাও। তোমাদের জ্ঞানের বর্ষণ করা উচিৎ। এই চিত্র অত্যন্ত ভালো। ত্রিমূর্তির চিত্র অত্যন্ত জরুরী, এতে বাবা এবং উত্তরাধিকার দুই-ই চলে আসে। বাবা ব্যতীত দাদুর থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে। শ্রীকৃষ্ণের চিত্র সকলেরই ভালো লাগে। এছাড়া ৮৪ জন্ম লেখা ভালো লাগে না। ওদের চিত্র ভালো লাগে, তোমাদের বিচিত্র ভালো লাগে কারণ বাবা তোমাদের বলেছেন -- "আত্ম-অভিমানী ভব"। তোমরা নিজেদের বিচিত্র(নিরাকার) মনে করো তাই স্মরণও বিচিত্র পরমাত্মাকেই করে থাকো। বাবা হলেন রচয়িতা সে'জন্য অবশ্যই নতুন দুনিয়াই রচনা করে থাকেন। সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও তৈরি করেছে আর লেখা রয়েছে সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ..... লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন মহারাজা, মহারানী তাই নেশা থাকে যে আমরা বাবাকে স্মরণ করে এরকম হতে চলেছি। তাই সদাই বাবা বাবা বলতে থাকো আর ভবিষ্যতের পদকেও স্মরণ করো তাহলেই সত্যযুগে চলে যাবে। যেমন একটি উদাহরণ দেওয়া হয় -- আমি মহিষ... আমি মহিষ....বলতে বলতে (নিজেকে) মহিষ মনে করতে থাকল। কিন্তু বললেই কেউ হয়ে

যায় না। তোমরা কিন্তু জানো -- আমি আত্মা নর থেকে নারায়ণ হচ্ছি। এখন কাঙ্গাল, এ বিস্ময়ের। সেখানে একজন তো রাজ্য করবে না। তাঁদের ডিনায়েস্টি চলে। তাঁদের সন্তান হবে। ১২৫০ বছর কেবল লক্ষ্মী-নারায়ণই রাজ্য করবে নাকি! না করবে না। কথিত আছে, সত্যযুগে আয়ু দীর্ঘ হয় তবুও প্রজা তো চাই। তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা (উৎকর্ষ) চাই। তোমরা যেকোনো কারোর সামনে চিত্র রেখে বোঝাও যে ভারত স্বর্গ ছিল। এখন হলো পুরোনো দুনিয়া নরক, তাই এ তো পাক্কা হওয়া উচিত যে আমরা স্বর্গবাসী ছিলাম, এখন নরকবাসী হয়েছি পুনরায় স্বর্গবাসী হতে চলেছি। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ, ত্রেতায় রাম-সীতার রাজ্য ছিল, তাই সকলেই স্বর্গবাসী ছিল। এই চক্রেই ৮৪-র চক্র প্রমাণিত হয়। তারপর বৃক্ষে কিভাবে পূজনীয় থেকে নীচে নেমে যায় আর পূজারী হয়ে যায়, তা প্রমাণিত হয়। তোমরা বলো যে এইসময় সকলেই হলো নাস্তিক কারণ বাবাকে জানে না। এখন তোমরা বুঝেছো যে সকলেই কবরখানায় পড়ে রয়েছে। বাচ্চারা তোমরা হলে গুপ্ত। ইংরেজিতে আন্ডারগ্রাউন্ড বলা হয়। ওখানে কেউ আন্ডারগ্রাউন্ড (গুপ্ত) নয়, গুপ্ত হলে তোমরা। কিন্তু তোমাদের কেউ জানেনা। এখানে সামনে বসে রয়েছো তাই আনন্দ পাও। অসীম জগতের বাবা এসে এঁনার তনে বসে পড়িয়ে থাকেন। চক্রের রহস্য বুঝিয়ে থাকেন। এছাড়া সারাদিন তো (শরীরে) চড়ে থাকেন না। বাবা বলেন -- আমি সার্ভিস করি, বাচ্চাদের নাম প্রকাশের জন্য আমি প্রবেশ করি। তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা, স্বদর্শন চক্রধারী ভব, শঙ্খধারী ভব। তোমাদের জ্ঞানের শঙ্খ বাজাতে হবে। শঙ্খই বলো, মুরলীই বলো, কথা তো একই। ওরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে মুরলী দেখিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তো রত্নজড়িত মুরলী বাজায় -- খেলাধুলা করার জন্য। ওখানে জ্ঞানের মুরলী নেই। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে যেমনভাবে কল্পপূর্বে ভূমিকা পালন করেছিলে তেমনভাবে এখনও পালন করবে। এছাড়া বাবার থেকে তো উত্তরাধিকার নিয়ে নেবে। কিন্তু বাচ্চারা ঘরে গেলে ভুলে যায়। বাবা বলেন, এখান থেকেই পাকাপোক্ত হয়ে যাও। কাজকর্ম অবশ্যই করো কিন্তু স্মরণ অবশ্যই করো। এক সেকেন্ডের কোর্স করো। যেমন অনেকেই বিয়ে করেও পড়াশোনা করে। তোমরাও কাজকর্মে থেকেও পড়ো। কুমার-কুমারীদের জন্য তো অতি সহজ। কেবল এ যেন বুদ্ধিতে থাকে যে আমার রয়েছে একমাত্র শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে এ'কথা বলা হয় না। এখানে সামনে বসে রয়েছো তাই আনন্দ পাও। অসীম জগতের বাবা এসে এঁনার তনে বসে পড়িয়ে থাকেন। চক্রের রহস্য বলেন। এছাড়া সারাদিন তো (শরীরে) চড়ে থাকেন না। বাবা বলেন -- আমি সার্ভিস করি। বাচ্চাদের নাম প্রকাশের জন্য আমি প্রবেশ করি। তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা, স্বদর্শন চক্রধারী ভব, শঙ্খধারী ভব। তোমাদের জ্ঞানের শঙ্খ বাজাতে হবে। শঙ্খ বলো, মুরলী বলো একই কথা। ওরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে মুরলী দেখিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তো রত্নজড়িত মুরলী বাজান -- খেলা-ধূলা করার জন্য। বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- কবে থেকে নিশ্চয় হয়েছে ? যদি নিশ্চয় থাকে তবে এমন বাবাকে কখনো ত্যাগ করা উচিৎ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা না বলেন যে পড়াশোনা করে পড়াও। বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত খুশি থাকা উচিত। যেমন গরীবরা লটারি পেলে তখন পাগলও হয়ে যায়। কিন্তু এখানে তো বাচ্চারা কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে ভুলে যায়। তখন বাবা মনে করেন এত বড় লটারী (সৌভাগ্য) দিয়েছি কিন্তু পাগল হয়ে গেছে। ভাগ্যে নেই, তবেই বলা হয়ে থাকে যে ভাগ্যশালীদের যদি দেখতে হয় তবে এখানে দেখো... বাবা বলেন -- কল্পের পর বাবাকে পেয়েছে। বাবা-বাবা বলতে থাকো, সকালে উঠে স্মরণ করো, যে জিনিস প্রিয় হয় তার উপর বলিপ্রদত্ত হয়ে যায়। আমরাও বাবার উপর বলিপ্রদত্ত হয়ে যাই। এ হলো জ্ঞানের কস্তুরী। আমরাই হলাম ভারতের তরী পারাপারকারী। সত্যনারায়ণ, অমরনাথের কথা, তিজরীর কথা শোনান যিনি, সত্য পিতার সত্য বাচ্চারা, সেইজন্য ভিতরে কোনো ত্রুটি থাকা উচিত নয়। ত্রুটি থাকলে উচ্চপদ লাভ করতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রিকালীন ক্লাস ২৮-০৩-৬৮

বাবা বুঝিয়েছেন এ'ভাবে প্র্যাকটিস করো, এখানে সবকিছু দেখেও, ভূমিকা পালন করেও বুদ্ধি যেন বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকে। জানে যে এই দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই দুনিয়া ছেড়ে আমাদের নিজেদের ঘরে চলে যেতে হবে। এই খেয়াল আর কারোর বুদ্ধিতে থাকবে না। আর কেউই এ'কথা বোঝে না। তারা তো মনে করে এই দুনিয়া এখন অনেক সময় ধরে চলবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা আমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে চলেছি। রাজযোগ শিখছি। স্বল্পসময়ের মধ্যেই আমরা সত্যযুগীয় দুনিয়ায় অথবা অমরপুরীতে যাব। এখন তোমরা পরিবর্তিত হচ্ছো। আসুরীয় মানুষ থেকে পরিবর্তিত হয়ে দৈবী মানুষে পরিণত হচ্ছো। বাবা মানুষ থেকে দেবতায় পরিনত করছেন। দেবতাদের মধ্যে দৈবীগুণ থাকে। ওরাও মানুষ, কিন্তু ওদের মধ্যে দৈবীগুণ থাকে না। এখানকার মানুষদের মধ্যে থাকে আসুরীয় গুণ। তোমরা জানো যে এই

আসুরীয় রাবণরাজ্য এরপর থাকবে না। এখন আমরা দৈবীগুণ ধারণ করছি। নিজের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও যোগবলের দ্বারা ভস্মীভূত করছি। করে কি নাকি করে না সেতো প্রত্যেকেই আপন গতি জানে। প্রত্যেকেরই নিজেকে দুর্গতি থেকে সদ্গতিতে আনতে হবে অর্থাৎ সত্যযুগে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। সত্যযুগে থাকে বিশ্বের রাজত্ব। একটাই রাজ্য থাকে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন বিশ্বের মহারাজা, তাই না! দুনিয়া এইসমস্ত কথা জানে না। ১-১ (সাল গণনা) থেকে এঁনাদের রাজত্ব শুরু হয়। তোমরা জানো যে আমরা এইরকম হতে চলেছি। বাবা বাচ্চাদের নিজের থেকেও উঁচুতে নিয়ে যান, সেইজন্য বাবা নমন করেন। জ্ঞান-সূর্য, জ্ঞান-চন্দ্রমা, সৌভাগ্যশালী জ্ঞানী-নক্ষত্র। তোমরা হলে ভাগ্যশালী। বোঝ যে বাবা সম্পূর্ণ অর্থ অনুসারেই নমস্কার জানান। বাবা এসে অত্যন্ত গভীর সুখ দেন। এই জ্ঞানও অতি আশ্চর্যের। তোমাদের রাজত্বও অতি আশ্চর্যের। তোমাদের আত্মাও হলো আশ্চর্যের। রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত নলেজ তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমাদের নিজের সমান বানানোর জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। প্রত্যেকেরই হলো পূর্ব কল্পের মতনই ভাগ্য, তবুও বাবা পুরুষার্থ করাতে থাকেন। এ'টা বলতে পারেন না যে অষ্ট রত্ন কে-কে হবেন। বলবার মতন পার্টই নেই। ভবিষ্যতে তোমরা নিজেদের ভূমিকাও জেনে যাবে। যে যেমন পুরুষার্থ করবে তেমনই ভাগ্য তৈরী করবে। বাবা হলেন পথপ্রদর্শক, যে যত সেই পথে চলবে। এনাকে তো সূক্ষ্মলোকে দেখেই থাকে। প্রজাপিতা সাথে বসে রয়েছেন। ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু হওয়া সেকেন্ডের কাজ। বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা হতে ৫০০০ বছর লাগে। বুদ্ধির দ্বারা মনে হয় যে কথা তো অবশ্যই সঠিক। অবশ্যই ত্রিমূর্তির রচনা করেন -- ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর। কিন্তু এ'কথা কেউই বোঝে না। এখন তোমরা বুঝেছো। তোমরা হলে কত পদ্মাপদম ভাগ্যশালী সন্তান। দেবতাদের পায়ে পদ্ম দেখানো হয়ে থাকে, তাই না! পদমপতি নামও প্রসিদ্ধ। পদমপতিও (সমৃদ্ধশালী) গরীব সাধারণ হয়ে যায়। কোটিপতি কেউ তো আসেই না। ৫-৭ লক্ষপতিকে সাধারণ বলা হবে। এইসময় ২০-৪০ হাজার তো কিছুই নয়। পদমপতি কেউ-কেউ আছে, সেও এক জন্মের জন্য। এসে একটু জ্ঞান নেবে। জেনেবুঝে অর্পণ তো করবে না, তাই না! সবকিছু অর্পন যারা করেছিল তারা প্রথমে এসেছে। তৎক্ষণাৎ সকলের অর্থ কার্যে ব্যবহৃত হয়ে গেছে। গরীবদের (অর্থ) তো ব্যবহৃত হয়েই যায়। বিত্তশালীদের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে এখন সার্ভিস করো। ঈশ্বরীয় সার্ভিস করতে হলে সেন্টার খোলো। পরিশ্রমও করো। দৈবগুণও ধারণ করো। বাবাকেও দীনদয়াল বলা হয়ে থাকে। ভারত এইসময় সবথেকে গরীব। ভারতের জনসংখ্যাই সকলের থেকে সর্বাপেক্ষা অধিক। কারণ শুরুতেই এসেছে, তাই না! যারা গোল্ডেন এজে(সত্যযুগে) ছিল, তারাই আয়রন এজে (কলিযুগে) এসেছে। সম্পূর্ণরূপে কাঙ্গাল হয়ে গেছে। খরচ করতে করতে সবকিছু শেষ করে দিয়েছে। বাবা বোঝান যে এখন তোমরা পুনরায় দেবতায় পরিনত হচ্ছো। নিরাকার ঈশ্বর তো হলেন একজনই। মহিমা একজনেরই, অন্যদের বোঝাতে তোমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়। কত চিত্র তৈরী করো। ভবিষ্যতে ভালোভাবে বুঝতে পারবে। ড্রামা (ঘড়ির কাঁটার মতো) টিক-টিক করে চলতে থাকে। এই ড্রামার প্রতিটি মুহূর্তকে তোমরা জানো। প্রতি কল্পে সমগ্র দুনিয়ার অ্যাক্ট (ড্রামা) হুবহু সঠিকভাবে রিপীট হতে থাকে। সেকেন্ড বাই সেকেন্ড ঘটতে থাকে। বাবা এই সমস্ত কথাই বোঝান তবুও বলেন "মন্মনাভব"। বাবাকে স্মরণ করো। কেউ জল বা আগুনের উপর দিয়ে পার হয়ে যায় তাতে লাভ কি। এতে কি আয়ু দীর্ঘ হয়ে যায় নাকি!

আচ্ছা, মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন গুডনাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে হবে। ভিতরে কোনো দোষত্রুটি রাখা উচিত নয়। স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে শঙ্খধ্বনি করতে হবে। কাজকর্ম করেও এই কোর্স করতে হবে।

২) বাবার মতন দয়াময় হয়ে অন্ধদের লাঠি হতে হবে। মাতা-পিতাকে অনুসরণ করে উচ্চ পুরুষার্থ করতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, কাউকে অবলম্বন করবে না।

বরদানঃ- সদা হুজুর (বাবা) হাজির রয়েছেন মনে করে সঙ্গের অনুভবকারী কম্বাইন্ড রূপধারী ভব

বাচ্চারা যখনই স্নেহপূর্বক বাবাকে স্মরণ করে তখনই বাবার নিকটত্ব এবং সঙ্গ-র অনুভব করে থাকে। হৃদয় থেকে বাবা বলল আর হৃদয়রাজা হাজির, সেইজন্যই বলা হয় হুজুর-হাজির হয়েছেন। ঈশ্বর উপস্থিত হয়েছেন। স্নেহের নিয়মানুসারে প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেকের কাছে হুজুর (ঈশ্বর) উপস্থিত হয়ে যান। অনুভাবীই এই অনুভব বুঝতে পারে। গায়ন রয়েছে -- করনকরাওনহার যখন, তখন করনহার আর করাওনহার কম্বাইন্ড হয়ে গেছে। এ'রকম কম্বাইন্ড রূপধারীই সদা সঙ্গ-র অনুভব করে থাকে।

স্লোগানঃ- মনকে সর্বদা রুহানী আনন্দে রাখা - এ'টাই জীবন উপভোগ করার কলা।

বি: দ্র :- করনকরাওনহার : - কর্ম করা এবং কর্ম করানোর সর্বময়কর্তা অর্থাৎ ঈশ্বর।

করনহার : - যিনি কর্ম করেন।

করাওনহার : - যিনি কর্ম করান।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;